দৈনিক সংবাদ

তারিখ 27 APR 1991
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

স্বায়ত্তশাসনের ওপর হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে সমাবেশ, মিছিল

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ২৬শে এপ্রিল।—চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের উপর সরকারী হস্তক্ষেপ ও উপাচার্যকে পদত্যাগের চাপ প্রদানের প্রতিবাদে নগরীতে সভা-সমাবেশ ও মিছিল

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ঃপৃঃ ৯ কঃ ৬

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করায় উদ্বেগ

(১ম পাতার পর)

অব্যাহত রয়েছে। চাকসু ও সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য বলেছে, উপাচার্যকে পদত্যাগ করার জন্য সরকারী পরামর্শ সন্ত্রাসী ও স্বার্থান্বেষীদের কাছে প্রশাসনের নতি স্বীকারের নামান্তর।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিনকে পদত্যাগ করার জন্য সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে তিনদিন ধরে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায়, বিশ্ব-বিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩-এর আওতায় গণতান্ত্রিকভাবে সর্বোচ্চ ভোটে নির্বাচিত উপাচার্য আলমগীর মোহাম্মদ সিরা-জুদ্দিনকে সরিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা নেং. হয়েছে। গত তিনদিন ধরে সরকারের এই পরামর্শ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর শামসুল হক টেলিফোনে উপাচার্যকে অবহিত করেন।

উপাচার্য প্যানেলে নির্বাচিত হবার পর '৮৯ সালে চার বছরের জন্য বর্তমান উপাচার্য নিয়োগ লাভ করেন। নিয়োগের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি শৃংখলা ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা নেয়া হলে ইসলামী ছাত্রশিবির ও তাদের সমর্থক কতিপয় শিক্ষক উপাচার্যের পদত্যাগ ও অপসারণের দাবীতে ধর্মঘট ও মিছিল অব্যাহত রাখে। যার রেশ গত ২২শে ডিসেম্বর ছাত্রশিবিরের হাতে ১ জন ছাত্রনেতা নিহত ও শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারী আহত হয়।

দীর্ঘ ৪ মাস পর গত ২৪শে এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় খোলার মুহূর্তে শি া মন্ত্রণালয়ের বিশেষ নির্দেশে সিণ্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয় আরো দশদিন বন্ধ করে দেয়।

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ও চাকসু বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা ও উপাচার্যের পদত্যাগের চাপের প্রতিবাদে আজ বিকেলে শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে। ছাত্রনেতৃবৃন্দ বলেন, উপাচার্যকে সরিয়ে দিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হবে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে খুশী করার প্রয়াস ও সন্ত্রাসীদের ইন্ধন যোগানের সামিল। তারা সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবীর মধ্যেই সমস্যার সমাধান নিহিত বলে দাবী করে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটের সদস্য ডঃ মঈনুল ইসলাম জানান, খোলার মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের নির্দেশ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩-এর আওতায় নির্বাচিত উপাচার্যকে সরানোর পরিকল্পনা অগণতান্ত্রিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসনের উপর সরাসরি হস্তক্ষেপ।

শিবির কর্মীর পদত্যাগ

ইসলামী ছাত্রশিবিরের নগর শাখার নেতা শওকত আওয়াল আজ এক বিবৃতিতে সংগঠনের সন্ত্রাসী ও গণবিরোধী তৎপরতায় ক্ষোভ প্রকাশ করে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন বলে জানান। বিবৃতিতে বলা হয়, ৮৭ সাল থেকে সংগঠনের সংগে জড়িত হবার পর থেকে পর্যায়ক্রমে কার্যকলাপের কারণে তিনি পদত্যাগ করেছেন।

জাকসু'র বিবৃতি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি নাজিম উদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক আজিম উদ্দিন আহমেদ এক যুক্ত বিবৃতিতে গভীর ক্ষোভের সাথে উল্লেখ করেন ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র বাহিনী গত ২২শে ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে তা স্মরণাতীতকালের এক ভয়াবহ সন্ত্রাসী ঘটনা হিসেবে সারাদেশের ছাত্র সমাজ, অভিভাবক-সহ শিক্ষার সংশ্লিষ্ট সবাইকে হতবাক করেছে। গত ২২শে ডিসেম্বর শিবিরের সশস্ত্র হামলায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ফারুকুজ্জামান ফারুক নিহত হন, ২শ' ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা আহতহন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, অবিলম্বে ফারুক হত্যাকারীদের গ্রেফতারসহ ২২শে ডিসেম্বরের সশস্ত্র হামলার সাথে জড়িতদের অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা না হলে তার জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতির সকল দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট মহলকেই নিতেহবে।

চাকসু নেতৃবৃন্দ সকল প্রকার অগণতান্ত্রিক চাপ-এর মুখে উপাচার্যকে পদত্যাগ না করার আহ্বান জানিয়ে এই অগণতান্ত্রিক নীতির বিরুদ্ধে সকল স্তরের জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অন্যান্য সংগঠন

এছাড়াও পাঁচদল ছাত্রলীগ (শা-অ), ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্রফন্ট, জাতীয় ছাত্রলীগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি হল সংসদের নেতৃবৃন্দ অনুরূপ বিবৃতি দিয়েছেন।